অ্যাসিডে আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা ঃ এক তৃণমূল কর্মীকে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারার অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। চন্দ্রকোনার ফুলচকের গাংচা গ্রামের ঘটনা। আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর নাম সৌভিক সিং, তাঁর বাড়ি কেলেনি গ্রামেই। অভিযোগ, বুধবার দুপুরে এই গ্রামে তৃণমূলের বুথ কমিটির বৈঠক সেরে বাড়ি ফেরার পথে সৌভিকের উপর অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে সন্তোষ দাস ও রেখা দাস। তৃণমূলের অভিযোগ, এরা এলাকার সক্রিয় বিজেপির কর্মী। অ্যাসিড আক্রান্ত তৃণমূলকর্মী সৌভিক সিংকে ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ অভিযুক্ত সন্তোষ দাসকে আটক করলেও অপর অভিযুক্ত রেখা দাস পলাতক। চন্দ্রকোনার তৃণমূল বিধায়ক ছায়া দোলুই এই ঘটনার পিছনে বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেছেন, এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতেই বিজেপির কর্মীরা এরকম হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে পুলিশকে আরও সক্রিয় হতে হবে বলে তিনি জানান। যদিও বিজেপির জেলা সহ সভাপতি প্রদীপ লোধা তৃণমূলের তোলা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে অ্যাসিড ছোঁড়ার ঘটনার জন্য তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই দায়ী করেছেন।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ ময়না দক্ষিণের কুলি গ্রামে অবস্থিত বিবেকানন্দ স্পোটিং এবং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাবের উদ্যোগে বুধবার জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়নার বিডিও বিশ্বজিৎ বসু, সমাজসেবী বৈদ্যনাথ মন্ডল সহ বিশিষ্টরা। প্রথম দিন রথযাত্রার উদ্বোধন করেন ময়নার রাজপরিবারের সিদ্ধার্থ বাহুবলিন্দ্র। ক্লাবের সভাপতি অনুপ কুমার ভৌমিক জানান, রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ৭দিন ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও গান, আবৃত্তি, অঙ্কন, নৃত্য প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। শেষ দিন প্রত্যেকের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে ক্লাবের তরফ থেকে। ময়না ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ বসু তাঁর বক্তব্যে বলেন, ক্লাবগুলিকে রক্তদানের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধরণের সমাজসেবামূলক কাজে ব্রতী হতে হবে। এলাকাকে নির্মল রাখতে হবে। এছাড়াও যেকোন অনুষ্ঠানে কম শব্দযুক্ত মাইক বাজাতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভগবন্তপুরে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা টাউন ঃ ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনাটি চন্দ্রকোনা টাউন থানার ভগবন্তপুর গ্রামের। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত ব্যক্তি দেবাশিষ ঘোষ (৫২), পেশায় আলু ব্যবসায়ী। দেবাশিষবাবু তাঁর নিজের বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। সকালে পরিবারের লোকজন ডাকাডাকি করলে কোনও সাড়া না পেয়ে জানালা দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেবাশিষবাবুকে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। পারিবারিক অশান্তির জেরেই আত্মহত্যার ঘটনা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া।

লরির ধাক্কায় মৃত ষাটোর্দ্ধ বৃদ্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা রোড ঃ বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা নাগাদ রাঙ্গামাটিতে একটি লরি ষাটোর্দ্ধ এক মহিলাকে ধাক্কা মারে। প্রাতঃভ্রমণকারী স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত অবস্থায় দ্বারিগেড়িয়া হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদেহ উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃত মহিলার পরিচয় জানা যায়নি।

বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরে জেলা পরিষদের সভাকক্ষে চলতি বছরের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার পরীক্ষায় কৃতী পরীক্ষার্থীদের সম্বর্ধিত করে জেলা প্রশাসন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক ডঃ রশ্মী কমল, সভাধিপতি মধুরিমা মন্ডল প্রমুখ।

এগরায় লরির চাকায় পিষ্ট বাইকআরোহী

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ বুধবার বিকালে মালবোঝাইকারী লরির পিছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক বাইকআরোহীর। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার নিহারি স্ট্যান্ডে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লরির পিছনের চাকার পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে হেলমেটহীন বাইকআরোহীর মৃত্যু হয়। মৃতের নাম বিধান জানা (৪৫) বাড়ি এগরার কুদিতে। খবর পেয়ে এগরা থানার পুলিশ মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। লরির চালক ও খালাসি পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে লরিটি আটক করা হয়েছে।

মেচেদায় দু ঘন্টায় ৩৫টি কেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেচেদা ঃ জেলা জুড়ে ট্রাফিক পুলিশ সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ তল্লাশি শুরু করেছে। কোলাঘাট ট্রাফিক হাইওয়ে ট্রাফিক ওসি প্রদীপ মজুমদারের নেতৃত্বে তল্লাশি অভিযান শুরু করে কেটিপিপি কালীমন্দিরের সামনে। দুঘন্টা চলে অভিযান। উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ট্রাফিক স্বপন কুমার ঘোষ। দু ঘন্টায় ৩৫টি কেস দেওয়া হয়। এদিন জেলার মোট ১৪টি কেন্দ্রে ২৯০টি কেস দেওয়া হয় নানান ধারায়। কোলাঘাট ট্রাফিক ওসি প্রদীপ মজুমদার বলেন, এটা রুটিন চেকিং, প্রায়ই সময় নানান জায়গায় চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়।

বাড়ি থেকে উদ্ধার ১৫টি খরিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার পিতপুর গ্রামে একজনের বাড়ির দেওয়ালের ফাঁক থেকে উদ্ধার হল ১৫টি খরিস সাপের বাচ্চা। তবে মা সাপ উদ্ধার হয়নি। ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বন দফতরের কর্মী।

জানা গেছে, পীতপুরের বাসিন্দা সতীরঞ্জন ভট্টের মাটির বাড়ি। কিছুটা অংশ ভগ্নপ্রায়। সেই ভগ্নপ্রায় অংশের দেওয়ালের ভেতর থেকে এই সাপগুলি উদ্ধার হয়েছে। সতীরঞ্জন ভট্টের প্রতিবেশী তাপস মান্না জানিয়েছেন ঘটনার পর থেকেই এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জানিয়েছেন, বড় সাপ ধরা না পড়ায় সেই আতঙ্ক কমছেনা।

ডুব সাঁতার দিয়ে শ্লীলতাহানি

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ গ্রামের পুকুরে স্নান করতে নেমে প্রতিবেশী নাবালিকা তিন কন্যার শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে রামনগর থানার পুলিশ। অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজের পাশাপাশি বুধবার কাঁথি মহকুমা আদালত তিন নাবালিকার জবান বন্দী গ্রহণ করে। জানা গেছে, অভিযুক্ত খোকন দাসের বাড়ি রামনগর থানার হলদিয়ায়। তিন নাবালিকার বাড়িও এই গ্রামে। প্রসঙ্গত তিন নাবালিকার বয়স ১২-১৬ বছরের মধ্যে। অভিযোগ, এই তিন জন যখন গ্রামের পুকুরে সাবান মেখে স্নান করছিল সেই সময় পুকুরের অন্য স্নান ঘাটে চুপিচুপি আসে খোকন। তারপর ডুব সাঁতার দিয়ে তিন নাবালিকার স্নান করার ঘাটে এসে তাদের শরীরে হাত দেবার চেষ্টা করে।

ঘটনার জেরে তিন জন চিৎকার শুরু করলে অন্যান্যরা দৌড়ে আসে। ধরা পড়ে যায় খোকন। তারপর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ দায়ের করা হয়।

জীবনকে বাজি রেখে ট্রেকারে করে ঝুঁকিপূর্ণ নিত্য যাতায়াত
মৃত্যুমুখে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমার হাজার হাজার যাত্রী

জুলফিকার আলি ● মেচেদা

দিনের পর দিন নিজেদের জীবনকে হাতে করে নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত করছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত ট্রেকার রুটের অসংখ্য নিত্যযাত্রী। তমলুক মহকুমায় ২০-২৫টি রুটে প্রতিদিন একশোর বেশি ট্রেকার চলাচল করে। আন্তঃমহকুমা ও আন্তঃব্লকের মধ্যে যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম হল ট্রেকার। প্রতিদিনই দেখা যায় ট্রেকারগুলিতে যাত্রীরা ছাদে, ট্রেকারের পেছনে, পাশে বাদুড়ের মত ঝুলে ঝুলে যাতায়াত করছেন। প্রায় প্রতিটি ট্রেকার তাদের ক্ষমতার তুলনায় অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করছে। এর ফলে প্রতিদিন বাড়ছে দুর্ঘটনা। তমলুক মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে প্রায় ২০-২৫টি ট্রেকার রুট রয়েছে। এই রুটগুলিতে প্রতিদিন একশোর বেশি ট্রেকার যাতায়াত করে। মেচেদা-কোলাঘাট, মেচেদা-দেউলিয়া, মেচেদা-ভোগপুর, কোলাঘাট-যশাড়, পাঁশকুড়া-বলাইপন্ডা, পাঁশকুড়া-রাতুলিয়া, তমলুক-ঠেকুয়া, তমলুক-ব্যবতা। এরকম বহু রুটে প্রতিদিন হাজার হাজার নিত্যযাত্রীরা ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত করছে। ট্রেকার মালিক কিংবা ট্রেকার চালকেরা নিয়মের তোয়াক্কা না করে কিছু বেশি পয়সা

উপার্জনের লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত করে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিবহণ ইউনিয়নের নেতা সুকুমার বেরা বলেন, পূর্ব মেদিনীপুর তৃণমূল কংগ্রেস পরিবহণ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রত্যেক মালিক ও ড্রাইভারদের মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী নিতে বারণ করা হয়েছে। তবুও কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে কিছু অসাধু ট্রেকার চালকেরা মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করছে। এটাকে কিভাবে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। প্রতিদিনই কোন না কোন রুট থেকে ছোট বড় দুর্ঘটনার খবর আসছে এবং প্রতিটি দুর্ঘটনার পেছনে রয়েছে এই মাত্রাতিরিক্ত যাত্রীপরিবহণ, তমলুক মহকুমার মেচেদা-দেউলা, মেচেদা-কোলাঘাট ও কোলাঘাট-যশাড় রুটে মাত্রাতিরিক্ত যাত্রীপরিবহণ বেশি করে হচ্ছে এবং এর ফলে ওই রুটগুলিতে দুর্ঘটনার ঘটনা বেশি ঘটে চলেছে। কোলাঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক বিপ্লব রায়চৌধুরী বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেকার পরিবহনের ঘটনা আমারও গোচরে এসেছে। এর ফলে দুর্ঘটনা বাড়ছে। এই ব্যবস্থা বন্ধ করার জন্য পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তরকে আরো সক্রিয় হতে হবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সিপিএম নেতা নিরঞ্জন সিহি বলেন, ট্রেকার পরিবহনে এই অব্যবস্থাকে বন্ধ করার জন্য সরকার তথা পরিবহণ দপ্তরকে আরো কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে পুলিশ প্রশাসন যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করুক না কেন সাধারণ মানু সচেতন না হলে এই অব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। মেচেদা রুটের এক ট্রেকার চালক নিতাই মাইতি বলেন, যাত্রীদের নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা একটু আগে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পরের ট্রেকারের জন্য অপেক্ষা না করে ট্রেকারের ছাদে উঠে পড়ে। এরফলে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে ট্রেকারের মালিককেই দুর্ঘটনাগ্রস্থ যাত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা পুরোপুরি নিতে হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এস.ইউ.সি.আই নেতা নারায়ণ নায়েক বলেন, এই ঝুঁকিপূর্ণ পরিবহণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এস.ইউ.সি.আই বহুদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে জেলা এস.ইউ.সি.আইয়ের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে। এই ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেকার পরিবহনের জন্য তমলুক মহকুমায় গত দুমাসে প্রায় ১৫টি দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং এর ফলে কয়েক জনের মৃত্যু হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিবহণ দফতরের আধিকারিক সেখ আলাউদ্দিন বলেন, ট্রেকার চালকদের বিভিন্নভাবে আর্থিক জরিমানা করা সত্ত্বেও কিছু কিছু রুটের ট্রেকার চালকরা অন্যায়ভাবে যাত্রী পরিবহণ করে চলেছে। পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেকার পরিবহন ব্যবস্থার কবে বন্ধ হয় তারই অপেক্ষায় রয়েছে জেলার নিত্যযাত্রীরা। জেলা কংগ্রেস নেতা আনোয়ার আলি বলেন, এই ব্যবস্থাকে বন্ধ করার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে আরো সক্রিয় হওয়ার সাথে সাথে জনগনকেও সচেতন হতে হবে। না হলে এই ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন হবে না।